কালের কণ্ঠ

Date: 03.12.2016 Page: 02

‘হাবু ধানের’ হাসি কৃষকের মুখে

ফখরে আলম, যশোর ▷

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার কয়েকটি গ্রামের ধান ক্ষেতে অন্য রকম দৃশ্য। পাল্টে গেছে ওই সব গ্রামের শত শত কৃষকের চেহারাও। অতি চিকন ক্ষুদ্রাকৃতির অচেনা এক ধান সব কিছু পাল্টে দিচ্ছে। প্রবক্তার নামে এর নামকরণ হয়েছে ‘হাবু ধান’। এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হওয়ায় ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কয়েকজন বিজ্ঞানী ইতিমধ্যে সরেজমিন পরিদর্শনে এসে এই ধানের নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

হাবু ধান এখন বাঘারপাড়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে নওগাঁ, খুলনা ও সাতক্ষীরায়। শত শত কৃষক নতুন এই ধান চাষে ঝুঁকে পড়েছে। এমনকি নওগাঁ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা গ্রামে এসে হাবু ধান কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আমন ও বোরো উভয় মৌসুমে চাষ হচ্ছে এই ধান। ফলন মিলছে বিঘাপ্রতি ২২ থেকে ২৪ মণ। আবার বাজারে দামও অন্যান্য ধানের চেয়ে অনেকটা বেশি।

বাঘারপাড়ার কৃষক সত্যজিৎ বিশ্বাস হাবু (৪৫)। প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই। তবে কৃষিকাজটা ভালো বোঝেন। ২০১২ সালে ভারতের রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে খুবই চিকন ও ছোট আকৃতির ধান ক্ষেত দেখে তিনি আকৃষ্ট হন। ফেরার পথে ওই ক্ষেত থেকে তিন-চারটি ধানের শীষ কেটে পকেটে করে নিয়ে আসেন। এরপর ওই ধানের চারা উৎপাদন করে তা নিজ ক্ষেতে অন্য ধানের পাশে রোপণ করেন। এভাবেই তিনি এক বছরে কয়েক কেজি বীজ ধান পেয়ে যান। এবার নিজের ৫০ শতক জমিতে ওই ধানের চাষ করে ৩৫ মণ ধান পান। আর তা দেখে কৃষকদের মধ্যে হইচই পড়ে যায়। তারা হাবুর কাছ থেকে বীজ ধান কিনে নিয়ে আবাদ করে লাভবান হয়। আর সেই সুবাদে কৃষকরা এই ধানের নাম দেয় ‘হাবু ধান’।

বর্তমানে পাইকপাড়া গ্রামের ৯৯ শতাংশ কৃষক হাবু ধানের চাষ করছে। পাশাপাশি উপজেলার কড়ইতলা, লক্ষ্মীপুর, রামকৃষ্ণপুর, শাকেরবাতান, কয়ালখালীসহ আরো অনেক গ্রামে কয়েক হাজার বিঘা জমিতে এই ধানের চাষ হচ্ছে। পাইকপাড়া গ্রামের সুবোধ বিশ্বাস এবার ছয় বিঘা জমিতে হাবু ধানের চাষ করেছেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমি দুই বছর ধরে এই ধানের চাষ করে লাভবান হয়েছি। এবার এক হাজার ১০ টাকা মণ দরে এই ধান বিক্রি করেছি। বর্তমান বাজারে অন্য ধান বিক্রি হচ্ছে ৮৫০ টাকা।’

কড়ইতলা গ্রামের সাগর হোসেন তিন বছর ধরে এই ধানের চাষ করছেন। তিনি বলেন, ‘আমি পরীক্ষা করে দেখেছি অন্য ধানের ছড়ায় ২০০-৩০০ ধান থাকলেও হাবু ধানে থাকে ৪৫০ থেকে ৫০০টি ধান। ধারণা করি এ জন্য এই ধানের ফলন বেশি।’

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আমন ও বোরো দুই মৌসুমেই এই ধান চাষ করা যায়। নওগাঁ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা এসে বাড়ি থেকেই ধান কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

যোগাযোগ করা হলে সত্যজিৎ বিশ্বাস হাবু কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমি চার বছর আগে রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে এই ধানের চারটি ছড়া নিয়ে আসি। ধানটি খুবই সরু আর ছোটি। এ জন্য আমার পছন্দ হয়। আমার হাতে তৈরি করা বীজ বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষকরা এসে কিনে নিয়ে যায়। এমন বাঘারপাড়ার সব গ্রামেই এই ধানের চাষ হচ্ছে। এর ভাতও খেতে সুস্বাদু। আর সব সময় চাষ করা যায়। ফলন ভালো হয়। যে কারণে সবাই এই ধান চাষ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।’

বাঘারপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম বলেন, ‘এই ধান চিকন। ফলন ভালো। দামও বেশি। ফলে কৃষকরা লাভবান হচ্ছে। আমরা এই ধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি।’

এদিকে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ভাগ্য রানী বণিকসহ কয়েকজন বিজ্ঞানী গত ২৪ নভেম্বর সরেজমিনে পাইকপাড়া গ্রামে এসে হাবু ধানের জনক সত্যজিৎ বিশ্বাস হাবুর সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা মাটি, ধান ও চাল সংগ্রহ করেও নিয়ে গেছেন। এরপর গত ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ময়মনসিংহের মহাপরিচালক ড. শমসের আলীসহ কয়েকজন বিজ্ঞানী সরেজমিনে হাবু ধানের ক্ষেত পরিদর্শন করেছেন। ড. শমসের আলী বলেন, ‘এই ধান চিকন। ভাত খেতে সুস্বাদু। আমরা ধানের নমুনা সংগ্রহ করেছি। এই ধান নিয়ে গবেষণা করে উন্নত একটি জাত কৃষকদের উপহার দেব।’